তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৯১

**মাছ, মাংস, দুধ ও ডিম উৎপাদন অব্যাহত রাখতে সরকার সকল সহায়তা প্রদান করবে**

 - মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী

ঢাকা, ২৬ চৈত্র (৯ এপ্রিল) :

  করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবকালে মাছ, মাংস, দুধ ও ডিম উৎপাদন অব্যাহত রাখতে সরকার সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করবেবলে আশ্বাস প্রদান করে এসব পণ্যের উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য সংশ্লিষ্টদের আহ্বান জানান মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

 করোনা সংকটে জনসচেতনতা তৈরির উদ্দেশ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের লাইভস্টক ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত এক ভিডিও বার্তায় মন্ত্রী এ আশ্বাস প্রদান করেন। ভিডিও বার্তাটি গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারের জন্য গতকাল উন্মুক্ত করা হয়।

 ভিডিও বার্তায় মন্ত্রী করোনাভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকার জন্য দেশবাসীকে অনুরোধ জানান। একই ভিডিও বার্তায় মন্ত্রী জানান, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে খাবারের তালিকায় নিয়মিত দুধ, ডিম, মাছ, মাংস রাখতে হবে

 করোনা সংকটে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে মাছ, মাংস, দুধ ও ডিম খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা এবং এ সংক্রান্ত গুজব ও অপপ্রচার প্রতিরোধে জনসচেতনতা তৈরি এবং এ বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ ও পদক্ষেপ তুলে ধরার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ভিডিও বার্তা প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

#

ইফতেখার/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০২০/১৫৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৯০

**বাজারে আসছে ইস্টার্ন টিউবসের এলইডি লাইট**

ঢাকা, ২৬ চৈত্র (৯ এপ্রিল) :

 শীঘ্রই বাজারে আসছে ইস্টার্ন টিউবস লিমিটেডের গুণগত মানসম্পন্ন ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এলইডি লাইট। ইতিমধ্যে এ লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্প 'এলইডি লাইট (সিকেডি) অ্যাসেমব্লিং প্লন্ট ইন ইটিএল'-এর বাস্তবায়ন চুড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এর ফলে বছরে ৮ লাখ পিস এলইডি লাইট উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ করা সম্ভব হবে। সরকারি অর্থায়নে ৪৮ কোটি ২৮ লাখ টাকা ব্যয়ে প্লন্টটি স্থাপন করা হয়েছে।

 প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন (বিএসইসি)-এর এই শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য রাজধানীর তেজগাঁয়ে ছয় তলা ভবন নির্মাণ করে সেখানে এলইডি লাইট উৎপাদন কারখানা স্থাপন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রকল্প পরিচালক প্রকৌশলী শামীম আহমেদ। তিনি বলেন, এলইডি লাইট উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আনা হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার হারমোনিকম লিমিটেডের প্রকৌশলীদের সহযোগিতায় ইতিমধ্যে ইস্টার্ন টিউবসের প্রকৌশলীগণ কারখানায় যন্ত্রপাতি স্থাপন করেছেন।

 এলইডি লাইট উৎপাদন ও বাজারজাত করার লক্ষে চীন হতে ২ লাখ পিস এলইডি টিউব লাইট ও ২ লাখ পিস বাল্ব কেনা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ২ লাখ পিস এলইডি বাল্ব তৈরির কাঁচামাল আমদানী করা হয়েছে এবং পরীক্ষামূলকভাবে বাল্ব তৈরির কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। শীঘ্রই দক্ষিণ কোরিয়ার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে এলইডি লাইট (সিকেডি) অ্যাসেমব্লিং প্লন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর এটি পূর্ণ সক্ষমতায় এলইডি টিউবলাইট ও এলইডি বাল্ব উৎপাদন করতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

#

মাসুম/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০২০/১৫৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৮৯

**করোনা মহামারীর মধ্যেও জরুরি সেবা অব্যাহত রেখেছে বিএসটিআই**

ঢাকা, ২৬ চৈত্র (৯ এপ্রিল) :

 ভোক্তার হাতে মানসম্পন্ন পণ্য পৌঁছে দেয়া নিশ্চিত করতে জরুরি সেবা অব্যাহত রেখেছে পণ্যের মান নিয়ন্ত্রনকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)। বিশেষ করে বিদেশ থেকে যাতে নিন্মমানের পণ্য আমদানি করা না যায় এবং আমদানিকারকগণ যাতে কোন ধরনের হয়রানির শিকার না হন সে বিষয়টি বিবেচনায় রেখে জরুরি সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে।

 গুড়ো দুধ, শিশুখাদ্যসহ আমদানির ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক ৫৫টি পণ্য বিএসটিআই’র ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে ছাড়পত্র প্রদান করার পর সে সকল পণ্য দেশিয় বাজারে বাজারজাত করা হয়। এ লক্ষ্যে বিএসটিআই’র প্রধান কার্যালয়সহ বিভিন্ন বন্দর এলাকার সংশ্লিষ্ট ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার এবং ল্যাবরেটরিসমূহ চালু রাখা হয়েছে।

 আসন্ন পবিত্র রমজান মাসে জনসাধারণ যাতে মানসম্পন্ন পণ্য ক্রয় ও ব্যবহার করতে পারে সে লক্ষ্যেও কাজ করছে বিএসটিআই। বিশেষ করে ইফতার এবং সাহরিতে অধিক ব্যবহৃত হয় এ রকম চার শতাধিক খাদ্যপণ্য খোলাবাজার থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, সে সকল পণ্য বিএসটিআই ল্যাবরেটিরিতে পরীক্ষাধীন রয়েছে। এসকল পণ্যের মধ্যে রয়েছে- মুড়ি, লাচ্ছা সেমাই, ভার্মিসিলি সেমাই, ঘি, বাটার অয়েল, নুডুলস, সফট ড্রিংকস পাউডার, আটা, ময়দা, সুজি, চিনি, আয়োডিনযুক্ত লবণ ইত্যাদি। ল্যাবরেটরি পরীক্ষার ফলাফল শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে।

#

জলিল/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০২০/১৫৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৮৮

**ধান কাটার শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে হাওর এলাকায় চলাচল নির্বিঘ্ন করার অনুরোধ**

ঢাকা, ২৬ চৈত্র (৯ এপ্রিল) :

 হাওর এলাকায় বোরো ধান কাটার সময় হয়েছে। এ সময়ে উত্তরবঙ্গসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শ্রমিকগণ হাওর এলাকায় ধান কাটার জন্য আসতে শুরু করবেন। ধান কাটার শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে হাওর এলাকায় আগমন ও চলাচল  নির্বিঘ্ন করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেছে কৃষি মন্ত্রণালয়। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটিকালীন সময়ে হাওর এলাকায় ধান কাটাসহ সারাদেশে কৃষি উৎপাদন ও বিপণন অব্যাহত রাখতে আজ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে মাঠ পর্যায়ে এসব নির্দেশনা বাস্তবায়ন ও অনুসরণ করতে বলেছে কৃষি মন্ত্রণালয়।

 এছাড়াও, হাওর এলাকায় ধান কর্তন ও চলাচলকালে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঝুঁকি হ্রাসে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণকে নিজের, কৃষকের ও শ্রমিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সরকারের নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে পালন করার নির্দেশনাও প্রদান করা হয়।

 উল্লেখ্য, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যানুসারে সারাদেশে এবছর বোরো ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা হলো ২ কোটি ৪ লাখ ৩৬ হাজার মেট্রিক টন। এ লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ২০ ভাগের যোগান দেয় হাওরাঞ্চলের বোরো ধান। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসেব মতে এবার হাওরের সাত জেলায় - কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও ব্রাক্ষণবাড়িয়ায় বোরো আবাদ হয়েছে ৯ লাখ ৩৬ হাজার হেক্টর জমিতে এবং শুধু হাওরে ৪ লাখ ৪৫ হাজার হেক্টর জমিতে। হাওরাঞ্চলে বোরো ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩৭ লাখ ৪৫ হাজার মেট্রিক টন।

#

কামরুল/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০২০/১৫৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৮৭

**ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের সময়সীমা এক মাস বৃদ্ধি**

**সেবা সপ্তাহ ও উন্নয়ন কর মেলা স্থগিত**

ঢাকা, ২৬ চৈত্র (৯ এপ্রিল) :

বকেয়া ও চলতি বাংলা সনের অনাদায়ী ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের সময়সীমা এক মাস বৃদ্ধি করে
১৩ মে পর্যন্ত করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ‘ভূমি সেবা সপ্তাহ ও ভূমি উন্নয়ন কর মেলা-২০২০’ স্থগিত করা হয়েছে।

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদের নির্দেশে মন্ত্রণালয় থেকে আজ এ নির্দেশ জারি করা হয়।

প্রচলিত বিধি অনুযায়ী প্রতি বাংলা সনের ৩০ চৈত্রের মধ্যে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করতে হয়। করোনা ভাইরাসের বৈশ্বিক মহামারী সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকার ইতোমধ্যে জরুরি সেবা ব্যতীত অন্যান্য সকল সরকারি ও বেসরকারি অফিস-আদালতে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে। সরকার কর্তৃক সাধারণ মানুষের চলাচল সীমিত করা হয়েছে এবং কোন কোন এলাকা লক্‌ডাউন করা হয়েছে।

এছাড়া, আগামী ১২ এপ্রিল থেকে অনুষ্ঠেয় ‘ভূমি সেবা সপ্তাহ ও ভূমি উন্নয়ন কর মেলা-২০২০’ পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

#

নাহিয়ান/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০২০/১৫২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৮৬

**দেশ-বিদেশ যেখান থেকেই হোক, গুজব ছড়ালে কঠোর ব্যবস্থা**

 **- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৬ চৈত্র (৯ এপ্রিল) :

 ‘দেশ-বিদেশ যেখান থেকেই হোক, গুজব ছড়ালে অপরাধীদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবে’ বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

 বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীতে সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতরের সংবাদকক্ষে তথ্য মন্ত্রণালয়ের জরুরি সেবাদানকারী সংস্থাগুলোর প্রধান ও প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠকশেষে তিনি এ কথা বলেন। তথ্যসচিব কামরুন নাহার, প্রধান তথ্য অফিসার সুরথ কুমার সরকার, বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাপরিচালক এস এম হারুন-অর-রশীদ, অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রচার) মোঃ মিজান উল আলমসহ তথ্য মন্ত্রণালয় ও এর জরুরি সংস্থাসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

 ড. হাছান মাহমুদ বলেন, ‘আমরা লক্ষ্য করেছি যে, দেশে যখনই কোনো বিশেষ পরিস্থিতি বা দুর্যোগময় পরিস্থিতি তৈরি হয়, তখন কিছু মানুষ গুজব সৃষ্টি করে। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে তারা জনগণের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করে জনগণকে ভয়ার্ত করার অপচেষ্টা চালায়। এবং একইসাথে একটি মহল এধরণের গুজব তৈরি করে সরকারকেও বেকায়দায় ফেলার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে।’

 সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়গুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং ইতোমধ্যেই অনেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘যারা এই কাজগুলো করবে, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকার বদ্ধপরিকর। একইসাথে আমাদের তথ্য অধিদফতর এই বিষয়গুলো নজরে রাখছে। আমাদের মন্ত্রণালয়ের যে গুজব প্রতিরোধ সেল রয়েছে সেই সেলের কর্মকর্তারাও আজকে এখানে আছেন। এবিষয়গুলো আজকে আমরা আলোচনা করেছি। দয়া করে কেউ গুজব তৈরির চেষ্টা করবেন না।’

 বিদেশ থেকেও অনেক ধরণের গুজব তৈরি করা হচ্ছে জানিয়ে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান বলেন, ‘বিদেশে যেসমস্ত বাংলাদেশী নানা কারণে আছেন তারা কিন্তু সবাই অত্যন্ত দেশপ্রেমিক। কিন্তু  তাদের মধ্যে কেউ কেউ যাদের দু’একজনকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেশের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করা গুজব সৃষ্টির অপচেষ্টা চালাচ্ছে।’

 এদের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘তারা হয়তো মনে করছেন তারা বিদেশে আছেন বিধায় তারা ধরাছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু তারা বাংলাদেশের নাগরিক সুতরাং বাংলাদেশের নাগরিক যেখান থেকেই অপকর্ম করুন না কেন, সরকার আইনগতভাবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে এবং তা করবে।’

চলমান পাতা/২

-২-

 তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ দেশের সকল গণমাধ্যমকর্মীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, আজকে যখন দেশের সমস্ত মানুষ ঘরের মধ্যে অবস্থান করছে,  তাঁরা এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও মানুষের কাছে সংবাদ পরিবেশন করার জন্য দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন, তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাই।

 ‘আমি সব সংবাদমাধ্যমের সম্মানিত কর্মকর্তা ও সাংবাদিক ভাইবোনদের অনুরোধ জানাবো যে, আমাদের লক্ষ্য হবে জনগণ যাতে সঠিক সংবাদ  এবং সঠিক তথ্য পায়, সংবাদের কাটতির জন্য আমাদের কেউ যেন জনগণের মধ্যে আতঙ্ক বা বিভ্রান্তি তৈরি  হয় এমন সংবাদ পরিবেশন না করে’, বলেন তিনি।

 তথ্যমন্ত্রী এসময় দেশের ক্যাবল নেটওয়ার্ক পরিচালনাকারীদেরও ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এখন মানুষ টেলিভিশন দেখছে, টেলিভিশনের মাধ্যমে তথ্য পাচ্ছে এবং আপনারা কেবল নেটওয়ার্ক সঠিকভাবে পরিচালনা করছেন এজন্য ধন্যবাদ জানাই। সেইসাথে আপনাদের অনুরোধ জানাই যাতে এই কেবল নেটওয়ার্ক পরিচালনায় ব্যত্যয় না ঘটে। কোথাও ব্যত্যয় ঘটলে প্রশাসনের সহায়তা গ্রহণ করুন।

 সরকারের বেতার, টেলিভিশন, তথ্য অধিদফতর এবং গণযোগাযোগ অধিদফতর এগুলো জরুরি সেবার অন্তর্ভূক্ত উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, সেজন্য অন্যান্য সরকারি এবং বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও আমাদের এই প্রতিষ্ঠানগুলো চালু আছে এবং এসকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এজন্য আমি তাদের সবাইকেও ধন্যবাদ জানাই।

 আমরা আজকে বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের পাশাপাশি গণযোগাযোগ অধিদফতর ও তথ্য অধিদফতরের আঞ্চলিক বা মাঠ পর্যায়ে যারা কর্মরত, এ দুর্যোগে জনগণকে সঠিক তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে তারা স্ব-স্ব অফিসে দায়িত্ব পালন করবেন।

#

আকরাম/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০২০/১৫২০ ঘণ্টা